অন্যরকম

বীরেন্দ্র দত্ত

হাআআই..... মাম্মি.....' ঘরের মধ্যে চৌকাঠের এপাশে পা দিয়েই তিতি চেঁচিয়ে ওঠে। মোজেক করা বেশ বড় মাপের ডাইনিং ঘর । খোলা- মেলা লবির মত। লাগোয়া দূরে কিচেনে মাকে দেখতে পায় ও।

কাজের মেয়ে সরলা, তিতি ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ করে দেয়। ভিতরে চলে যায় বাকি ঘর গোছাতে । এরই মধ্যে তিতি পা থেকে জুতো খুলে ফেলে। মোজা সমেত ঠেলে দেয় ডাইনিং টেবলের নিচে। ও ঘরে গিয়ে কাঁধের ভারী স্কুল-ব্যাগ ছুঁড়ে রাখে বিছানায়। পিঠের বই-পত্তর বোঝার ব্যাগ থেকে মুক্তি পেয়ে তিতি সহজ সচ্ছল, হালকা।

মা উত্তমা তখনো পিছন ফিরে রান্নার তপ্ত কড়ায় নিবিষ্ট।

'ওহ্, মাম্মি! আমার কাছে একটু এসো না!'' তিতির গলায় আবেগের বানানো বিরক্তি মেশানো আবদার।

উত্তমা পিছন ফেরে না। কোন গুত্বই দেয় না মেয়ের এমন উচ্ছ্সিত উল্লাসের ডাকে। মাঝে-মধ্যেই স্কুলফেরত মেয়ের এমন ডাকের অত্যাচার আাদ সহ্য করতে অভ্যস্ত । পিছন না ফিরেই উত্তমা বলে, 'শুনেছি তো ! কি আবার হলো তোর, 'বল্।'

'আগে ফেরো, তার পরে তো বলব !'

গরম কড়ায় জল ঢালে উত্তমা। পিছন ফিরে মেয়েকে দেখে। মুখের ভাব স্নেহার্ত, শান্ত, নিস্পৃহ।

'একটু কাছে এসো। তুমি একটু নিচু হও, আমি আজ তোমাকে একটা ইংলিশ কিস্ দেব।'মায়ের চোখে চোখ রেখে বলে, 'ইউ ডোন্ট নো মাম্মি, দ্যাট্স এ ব্রান্ড নিউ!' তিতির মূখে- চোখে সরল, নিষ্পাপ, চাপা কৌতূহল, উল্লাস । মাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। স্বরে কৃত্রিম কান্নার রেশ ভাসে, 'ইস্, এসো না !' আবদারে অনুরোধে শব্দ গুলো ভিজে যায়, ভাসে।

উত্তমা ভিতরে কিছুটা থতমত খায়। ইংলিশ্ কিস্! মনের গভীরে বিস্ময় আটকে থাকে এক মুহূর্ত। তিতিকে স্থির দেখে । মনের মধ্যে কয়েক সেকেন্ড বিদ্যুৎ চমকায়। দৃষ্টি ঘুরে যায় দূরে দেয়ালে— কখনো তিতি কাছে এলে যা হয় উত্তমার। দেয়ালে ঝোলানো বড় মাপের ফটোগ্রাফ—নগ্ন রমনীর ম্যাডোনা। মুখ থেকে সারা শরীরের প্রোফাইল। তিতি তখনো হয় নি। ওদের বিয়ের কয়েক মাস পরেই সিদ্ধার্থ এমন অসামান্য অলোকচিত্রটি এনেছিল। উত্তমা তখন আপত্তি করে নি! যত তিতি বড় হতে থাকে, উত্তমা কেন যেন ভয় পায়। স্বামীকে কিছু বলতেও পারে না।

গলাটা গম্ভীর হলো, না উপেক্ষার, অথবা কারণহীন শাসনের, উত্তমা নিজেই বুঝতে পারল না। 'এখন যাও , পরে '। পিছন ফিরে রান্নার দিকে যায়। 'স্কুলের পোষাক ছাড়ো, জল - খাবার খাবে এবার ।'

'না, পরে না তুমি এসো। কেমন মজার হয়।' একটা জিদ যেন তিতিকে পেয়ে বসে।

একটা কিছু নিয়ে জিদ ধরলে তিতি না-ছোড় হয়ে ওঠে। হয়ত মায়ের কাছে অযথা বকুনি খাবে। এসব ভেবেই সিদ্ধার্থ ওর লেখার টেব্ল থেকে উঠে আসে। পুজো সংখ্যার লেখার চাপ, তাই অফিস যায় নি। সারা দুপুর লিখে ক্লান্ত। যেনবা একটু রিল্যাক্স করার জন্য মেয়ের গলা শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। রান্নাঘরের সামনে এসে দাঁড়ায়।

'কি হয়েছে তিতুন! ফিরে তুমি সব সময় মায়ের কাছেই আগে আসবে! এ তো ঠিক নয়।' মেয়ের কাঁধে হাত রাখে। 'আমার খারাপ লাগবে না? ওর দিকে বড় বড় চোখ রেখে মেয়ের মুখের ওপর দৃষ্টি অবহেলায় ফেলে রাখে। পাশে দাঁড়িয়ে কাঁধে হাত রেখে আদর করার চাপ দেয়।

‘বাহ্ ড্যাড ! তুমি যে বাড়ি আছ, এখন, জানব কি করে?’
সিদ্ধার্থ অপ্রস্তুত হওয়ার ভান করে, ‘ঠিকই তো। এসো। তোমার সঙ্গে কথা আছে।’ তিতির ডান হাত ধরে এবার।
‘কি কথা!’ তর্ক নয়, তিতি বাবার কথায় হঠাৎ খেলার ছলেই এখনি বদলে যায় যেন।
উত্তমা এবার পিছন ফিরে মেয়ের থেকে স্বামীর দিকে তাকিয়ে থাকে।
সিদ্ধার্থ ইশারা করে চোখে। নিজের দ’ঠোঁটে আঙুল চাপে। বলা যায় না, যদি উত্তমা এখনি শাসন করে মেয়েকে! মৃদু হেসে স্ত্রীর ওপর থেকে দৃষ্টি সরায় সিদ্ধার্থ । ‘খুব গোপন কথা! আগে আমার ঘরে এসো না। তোমার - আমার কথা, মায়ের সামনে বলব কেন !’ সিদ্ধার্থ মেয়ের হাত ধরে সহজ স্বভাবে ওকে ওর লেখার ঘরে নিয়ে আসে,।
নিজে আগে চেয়ারে বসে। পাশে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে তিতি।
‘তুমি তো এখন খেলতে যাবে!’ সিদ্ধার্থ তাকিয়ে থাকে মেয়ের দিকে।
‘সে তো অনেক পরে। তুমি কি বলবে বলছিলে, আগে বলো!’
তিতি বাবার দেওয়া আগের কথাটা ভোলে না। বাবা তো প্রায় বিকেলে বাড়ি থাকে না। তাই বাবাকে ছাড়তে চাইছে না সহজে। চুপ করে বাবার দিকে তাকিয়ে থাকে । কথাটা শোনার প্রতীক্ষ ! কৌতুহল দু’চোখে।
সিদ্ধার্থ ভিতরে প্রস্তুত হয়। আড়ষ্ট হয়ে উত্তমার কাছ থেকে সরিয়ে এনেছে ওকে। এবার কি বলবে? ‘আগে স্কুলের পোষাক বদলে হাত-মুখ ধুয়ে এসো । বলছি।’

তিতি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। বাবার যে কোন সঙ্গ ওকে অনুগত করে। বাবার কাছে থাকলে তিতি পাখি হয়ে যায়। সেই রকম উড়েই তিতি দরজার আড়াল হয়ে যায়।
সিদ্ধার্থ গলা তুলে ডাকে, ‘সরলা, তিতুনের খাবার দিয়ে যাও। আমার চা-ও।’ একটা সিগারেট ধরায়। একটু বা অন্যমনস্ক। মাথাটা ভার।
তিতি দেরি করে না। ওর ঘরে গিয়ে পোষাক বদলে এসেছে। ঘরে ঢোকে । বাবার দিকে মুখ করে চেয়ারে বসে পড়ে। ‘বলো এবার।’ যেন এটাও তিতির এক মজা। বাবার সঙ্গে খেলা।
সিদ্ধার্থ বানায়। ‘তুমি কি একবারও ভেবেছ, কতদিন আমরা দুজন একসঙ্গে এমন টেবিলে বিকেলের জলখাবার খাইনি !’ কথার কৌশলে মেয়েকে কিছু ভোলাতে চায়।
ভু কুঁচকে তিতি বাবার চোখে চোখ রাখে।
‘আজ আমরা দুজন একসঙ্গে খাবো। এখানেই।’ সিদ্ধার্থ অনাবিল হাসে। ‘দাণ না!’
‘ওহ্, সিওর ড্যাড ! দ্যাটস্ ফাইন! নিউ!’ চেয়ারে নড়ে- চড়ে ওঠে তিতি। ওয়েলকাম!’
সরলা খাবারের ট্রে নিয়ে আসে। সিদ্ধার্থর লেখার টেবিলে দু’প্লেটে সাজানো গরম ফুলকো লুচি আর আনুষঙ্গিক নামিয়ে রাখে এসব তিতির স্কুলফেরত বিকেলের জলখাবার। উত্তমা এখনো তিতিকে চা খাওয়ানোর কথা ভাবে না। স্বামীর জন্য চা আর মেয়ের জন্য অন্য হট্ ড্রিঙ্ক।
সরলা বেরিয়ে গেলে তিতি বলে ওঠে, ‘ড্যাড , আমি ক্লাশের মেয়েদের কি বলি জানো?’ এবার অন্য প্রসঙ্গে চলে চলে যায় তিতি।
‘কি !’ কৃত্রিম বিস্ময়ে দ’চোখে উন্মূখ করে সিদ্ধার্থ।
‘ইউ আর মাই বেস্ট বেস্ট বেস্ট ফ্রেন্ড!’ তিতির কথাগুলো স্বরের আবেগে ফুলে ফুলে ওঠে।
‘কিন্তু তোমার মা!’
‘সি ইজ অল্সো!’ এই মুহূর্তে তিতির বড় বড় দুচোখের সাদা জমি যেন আলো ঠিকরানো স্বচ্ছ কাঁচ! কাচের ওপর বুঝিবা নিরায়াস খুশির প্রলেপ।
‘ওয়েলকাম!’ তিতির দুকাঁধ মিলিয়ে হাত রেখে জোরে ঝাঁকুনি দেয় সিদ্ধার্থ। ‘ইউ আর আওয়ার সো লাভিং ডটার!’
পরস্পরের দিকে এক মূহূর্ত তাকিয়ে থেকে দুজনেই শব্দ করে হেসে ওঠে। দুজনেই খাওয়ায় মন দেয়।
খাওয়ার শুতেই সিদ্ধার্থ কথা বলে। ‘নতুন স্কুলে তো তোমার অনেক বন্ধু! তাদের নাম বলনি তো!’

‘বাহ্! স্বাতীর কথা বলিনি! তাকে তো একদিন এনেছিলাম! মা দেখেছে। তুমি বাড়ি ছিলে না!’ মুখের খাবারটা শেষ করে তিতি থামে।’ সি ইজ মাই বেস্ট ফ্রেন্ড!’

‘আর কেউ নেই!’

‘ক—তো! মৌমিতাস, অচলা, শুভদীপ, পার্থজিৎ, সোনামন, সুহৃত, মৌমন— কত?’ হঠাৎ আরও কিছু মনে পড়ে যায় তিতির। ‘জানো ড্যাড , স্কুলের সব ম্যাডাম আমায় এত ভালোবাসে ! ঠিক মিমির মত।’ তিতি বড়মাসিকে মিমি বলে ডাকে।

‘বেশ তো! মিমিকে ফোন করে এটা জানাও!

‘তুমি কোন খবরই রাখো না! ক—বে জানিয়ে দিয়েছি!’

সিদ্ধার্থর যেন মনে পড়ে যায়। বলে, ‘স্বাতীর কোন্ এক দাদার কথা বলছিলে যেন! কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে !’

তিতি এবার হৈ হৈ করে ওঠে । ‘ইস তোমাকে বলতে ভুলে গেছি ড্যাড্! আর বলব কখন, তুমি তো বাড়িতেই থাকো না!’ মুখের আগের খাবার শেষ করে বলে, ‘অয়নদার কথা বলছ তো? সে এক মজার কথা। ও তো কলেজ যাওয়ার পথে স্বাতীকে স্কুলে ছেড়ে দিয়ে যায়। স্বাতীকে মা ভীষন ভয় পান, একা স্বাতীকে ছাড়েন না। অয়নদা অন্য বাড়িতে দাদু-দিদার কাছে থাকে । মা বাবার কোন খবরই রাখে না। ওর দাদু-দিদাও ওকে কোন কিছু বলে না। স্বাতীর দূর সম্পর্কের মামাতো ভাই’। তিতি থামে, যেন দম নেয়। ‘ঘন্টাপড়ার আগে পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে খুব গল্প করে। একদিন আমাকে অয়নদা কথা বলতে বলতে আর ছাড়তে চাইছে না। আর ও যত বলে, আমার আড়ালে দাঁড়িয়ে, স্বাতী না, কেন যেন ফর্‌টি , ফিফ্‌টি, সিকসটি, নাইনটি, হানড্রেড নানান ডিজিট বলে যায় একেবারে গলানামিয়ে। কেন বল তো?’

সিদ্ধার্থ মেয়ের মুখ-চোখ দেখে। ‘আমি বলতে পারব না।’

‘আসলে কি জান ড্যাড, অয়নদা খুব মিথ্যে কথা বলে, নিজের কথা এত বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলে যায়, তুমি কিন্তু বিশ্বাস না করে পারবেই না! তাই স্বাতী ফর্‌টি, ফিফ্‌টি, সিক্সটি, নাইনটি , হান্‌ড্রেড বলে বলে ইঙ্গিত করে, অয়নদার কথা সব সময় এত পারসেন্ট বাদ দিয়ে বিশ্বাস করবে। ’ শব্দ করে হেসে ওঠে । ‘অয়নদা এটা বুঝতেই পারে না। স্বাতীও বলতে বারণ করেছে।’ থামে তিতি, হাসির শব্দে, দমকে তিতির ভেঙে পড়ার মত। ‘দাণ ইন্টারেস্টিং!’

খাওয়া শেষ করে তিতি হট্ ড্রিংকর কাপ সামনে টেনে আনে । সিদ্ধার্থ চায়ের কাপ হাতে তুলে নেয়।

তিতির চোখ পড়ে বাবার পড়ার টেব্‌লে রাখা পেনস্ট্যান্ডের ওপর। পেনস্ট্যান্ডটা একটা সিংহ-পুতুলের মডেল, ড্যাড! তুমি আমাকে কই বেশ বড় একটা পুতুল দেবে বলেছিলে! দাওনি তো!’

সিদ্ধার্থ ঠোঁট থেকে চায়ের কাপ সরায়। ‘কত তোমার খেলনা পড়ে আছে। কত দাম, আর দেখতে সুন্দর আরও!’

ও সব আর ভাল লাগে না।’ সারা মুখে অনিচ্ছা, বিরক্তি । তিতি কাপে ঠোঁট ছোঁয়ায়, ‘একটা বড় ডল পুতুল হলে আমার ঘরে সাজিয়ে রাখব।’

সিদ্ধার্থ মেয়েকে লক্ষ করে। কত সব পুতুল , জন্তু - জানোয়ারদের খেলনার জন্যে তিতুন কী আবদারই না করত! অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

‘জান ড্যাড মা আমাকে পাঁচটা পেন এনে দিয়েছে । সেগুলোর ওপরের ক্যাপটা খুললেই বাজি ফাটার শব্দ হয় এমন! কি ভেবে হেসে ওঠে। ‘পাশের বাড়ির জেঠুকে একটা প্রেজেন্ট করেছি। আর জেঠু যেই ক্যাপটা খুলেছে, ব্যাস—! এমন চমকে উঠেছে! .....’ তিতির সারা মুখে-চোখে কোন কিছু জিতে যাওয়ার ভরাট কৌতুক । ‘একটা রেখে দিয়েছি মিমিকেও ঠকাবো’।

তিতির খাওয়া শেষ।

সিদ্ধার্থ কি ভেবে হঠাৎ বলে, ‘তোমার জন্যে একটা ডায়েরী এনেছি তিতুন’।

‘আগেরটা কি করলে?’

‘ইস একদম ভুলে গেছি ড্যাড। প্রায় লাফিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। ‘আমি আনছি। ওটার সব পাতা আজই শেষ হল।’ বলতে বলতে নিজের ঘর থেকে পুরনো ডায়েরীটা আনে, দেখ, বন্ধুরা লিখে লিখে পাতা ভরিয়ে দিয়েছে। বসে পড়ে

বাবার সামনে ডায়েরীটা ছুঁড়ে দেয়।
সিদ্ধার্থ গরম চায়ের কাপ পাশে সরিয়ে রাখে। হাতের সিগারেট সদ্য ধরিয়েছিল। এ্যাসট্রের ওপর শুইয়ে রাখে। ডায়েরীর পাতা এক এক করে উল্টে যায়। 'নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস....' পর পর দ'লাইন, 'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর', 'এ্যাজ আই উড নট বি এ স্লেভ, সো আই উড নট বি এ মাস্টার,' 'টু কিস্ এ মিস্, টু মিস্ এ কিস্'। সিদ্ধার্থ পাতাটা দেখেই উদাসীন থমকে যায় যেন। পর মূহূর্তে নির্বিকার পাতা উল্টে যায়..... 'দাও ফিরে সে অরণ্য লও এ নগর,' 'ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়'....., 'আ য়্যাম ডাইং ফর এ কিস্', 'বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে', 'হে দারিদ্র্য তুমি মোরে দানিয়াছ খৃষ্টের সম্মান....' 'এ ফ্লাওয়ার ইজ টু সী নট টু প্লাক, এ ওম্যান ইজ টু সী নট টু টাচ্', 'পিক মি আপ, কিস মি কুইক সুইট ডার্লিং'— এই পাতা পর্যন্ত পড়েই সিদ্ধার্থ তা রিসাফ্ল্ করার মত বাকি পাতাগুলো আঙুল দিয়ে চেপে নেয়। ডায়েরী বন্ধ করে।
তিতির দিকে তাকায় সিদ্ধার্থ। 'খুব ভাল। তিতুন, এটা তো তোমার শেষ হয়ে গেছে। আমার কাছে থাক।'
তিতি উৎসুক চোখে বাবাকে দেখছিল। 'বাঃ, মাম্মি দেখবে না? '
আমিই দেখাব। তুমি বরং নতুনটা নাও।' বলে একটা ডায়েরী তিতির সামনে রাখে।
খুশি তিতি। 'ওক্কে ড্যাড ।এবার থেকে সব লেখকদের সিগনেচার নেব ড্যাড , দাণ হবে না! তার ওপর তোমার তো সব চেনা আছে !'
'ও সিওর!'
তিতির হাতঘড়ি দেখে ।সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ায়। ছটফট করে। 'ড্যাড, আমার সত্যি দেরী হয়ে গেল কিন্তু! ওরা সব আমার জন্যে মাঠে ওয়েটিং।' কোন উত্তরের অপেক্ষা না করেই ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।
'মাকে বলে যাও তিতুন।' সিদ্ধার্থ মেয়ের এমন ব্যস্ততায় নিজের মনে হাসে। সঙ্গে সঙ্গে কানে আসে, 'মাম্মি, আ য়্যাম গোয়িং'।
রান্নাঘর থেকে উত্তমার গলা কিছুটা চাপা, 'দেরী কোরো না।'
তিতির কানে এলো কি এলো না, বাইরে যাবার দরজা খোলা, সরলার দরজা বন্ধ করার শব্দ কানে এলো সিদ্ধার্থর। কেমন একটা অবসাদ সিদ্ধার্থকে ঘিরে ধরে ।চায়ের কাপে চুমুক দিতে যায় ।চা একেবারে ঠান্ডা ।এ্যাশট্রে থেকে সিগারেটটা নিয়ে ঠোঁটে ধরতে গিয়ে, দেখে, একেবারে নিভে গেছে। চারপাশে কোন শব্দ নেই। নতুন করে সিগারেট ধরাতে ইচ্ছে করে না। চেয়ারে ঠেস দিয়ে বসে। একটু পরে উত্তমা আসবে ওর ঘরে— সব কাজ সেরে! কি ভেবে তিতির দেওয়া পুরনো ডায়েরীটা ওর মেঝেয় ডাঁই করা বইপত্তরের মধ্যে আড়াল করে রাখে।
বিকেলের জলখাবারটা উত্তমা সরলার হাতে দেয় না। নিজেই করে। স্বামী ও সময়ে বাড়ি থাকলেই বা কি, না থাকলেই বা কি। পরের সব রান্নার কাজে সরলার দায়িত্ব। ও চলে গেলে উত্তমা নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত হয়।
আজ সরলা রান্নাঘরে ঢুকতেই উত্তমা সিদ্ধার্থর ঘরে চলে এলো। হাতে ওর নিজের চায়ের কাপ। সিদ্ধার্থর সামনে চেয়ার টেনে বসে পড়ে ।নিঃশব্দে।

সিদ্ধার্থ প্রথমে ওর ঘরে উত্তমার এমন আসা টের পায়নি ।চেয়ারে ঠেস দিয়ে দ'চোখ বুজে লিখতে থাকা উপন্যাসের একটিসিচুয়েশান গুছিয়ে নিচ্ছিল। সেই সঙ্গে ফয়েলের মত মনের মধ্যে আর একটা নতুন গল্পের থীম রহস্য তৈরি করছিল। উত্তমার চেয়ার টানার শব্দে চোখ খোলে ।
'এসো।' পুরনো কাপটা টেবিলের কোণে ঠেলে রাখে। নতুন এমন সিগারেট ধরতে উৎসুক হয়। ওর দিকে উত্তমার একভাবে তাকিয়ে থাকা দেখে সিদ্ধার্থর প্রশ্ন, 'কিছু বলবে?'
'তিতুন কি বলেছে শুনেছ?' উত্তমার জিজ্ঞাসা যেন চাপা অভিযোগের ভুমিকা করে।
সিদ্ধার্থ সহজ করার জন্যে বলে, 'না শুনলে ওকে আমার ঘরে নিয়ে এলাম কেন?'
উত্তমা গরম চায়ে এক চুমুক দেয়' 'এভাবে বিকেলে ওকে শুধু ছেলেদের মধ্যে খেলতে দিওনা আর।'
'তাতে কি হয়েছে? আমাদের বাড়ির সামনেই মাঠ। ওর বয়সী হয়ত ওর থেকেও কম বয়সের ছেলেরা খেলছে। তাতে ভয়

কিসের! সিদ্ধার্থ হাতের সিগারেট ধরায়। মেয়ে বেশি দূর তো যাচ্ছে না। তোমার চোখে চোখে থাকছে!'
'কিন্তু কি সব শিখছে দেখছ?'
'আহ্, এটা সম্পর্কে এত গুত্ব দিচ্ছ কেন? ও একেবারে ইনোসেন্ট। সব ভুলে যাবে। বোঝেই না ! দেখলে তো ! তোমার মনে নেই। একবার তুমি বলেছিলে না, তুমি টি. ভি. খুলে রান্নাঘরে ব্যস্ত ছিলে! তিতুন টি.ভি.র সামনে বসে কি একটা হিন্দী ছবি দেখতেদেখতে বলছিল 'হ্যাঁ খাও, ভাল করে আদর খাও। ভাল করে। আরও খাও, আরো।' সিদ্ধার্থ হাসে । সে সব তো হিরো-হিরোইনদের ব্যাপার! আজও কি সে সব ও মনে রেখেছে?'
উত্তমা চা শেষ করে কাপটা টেবিলে রাখে। 'তিতুনের বয়স হচ্ছে না? এখন ও ক্লাস সিক্সে পড়ছে।'
'তুমি বল, এই ক'মাস আগেও তো, কতো ছোটো তখন ও ! টি.ভি.র ছবি দেখে এমন আরও কত কি বলত তোমাকে। অ ামাকেও। তোমাকে বলতে তুমি আমি কী ভীষণ রেলিশ করেছিলাম!' থামে সিদ্ধার্থ। সে সবও তো তুমি জান। কবে ভুলে গেছে ! আর কখনো আমাদের শোনায়?'
'না, সিদ্ধার্থ, এমন লাইটভাবে নিও না । ও বড় হবে। আমি তো কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি না আজকের কথাটা ও কোত্থেকে শিখল !' উত্তমা অন্যমনস্ক। 'ওকে স্কুল বদলে নতুন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের সিক্সে ভর্তি না করাই উচিত ছিল। ওখানে তো আবার কো-এডুকেশন!' উত্তমার গলায় চাপা ভয়, হতাশা, এক অবয়বহীন অনিশ্চয়তা মিশে থাকে।
সিদ্ধার্থ একভাবে সিগারেট টানতে থাকে। 'ওকে তুমি কিন্তু এ নিয়ে শাসন কোরো না। ইগ্নোর করতে থাকো।
গুরত্ব দিলেই কিন্তু সামলানো যাবে না।' অন্যমনস্ক থাকে সিদ্ধার্থ কিছু সময়। 'বরং ওকে ওয়াচ করতে করতে ডিসিশন ন াও, বদলাও। ওকে একদম বুঝতে দেবে না!'
উত্তমা কেমন অসহায় বোধ করে। 'আমি তো ভাবছি, ওকে ওর পড়াশুনার মধ্যে আরও জড়িয়ে দেব। ওর ইংলিশ আর বাংলার জন্যেও টিউটর দেব। চাপ থাকবে, অন্য সব ভাবনা সরে যাবে।'
সিদ্ধার্থ সোজা হয়ে বসে। গলায় চাপা হাসি ধাক্কা খায়, করতে যেও না। ও ইংরেজি আর বাংলায় দাণ স্ট্রং। সেখানে অ াই কিউ পাওয়ার এ্যাস্টনিশিং অনেক বেশি। তুমি তো দেখেছ, আমার ঘরে কত ম্যাগাজিন আছে ও সব একেবারে নিজের খেয়ালে নাড়াচাড়া করে, পড়ে, এখন যদি অংক আর হিস্ট্রি-জিওগ্রাফির সঙ্গে আরও দুজন টিউটর দাও, ও সময় পাবে কোথায়? তার ওপর নাচ, গান, ছবি আঁকা, আবৃত্তি--এসবও তো ওকে ধরে ধরে শেখাতে চাইছ! তমা, ইট্স ই ম্পসিব্ল!' কিছু ভাবে, 'এত কম্পিটিশানে যেও না।' 'কি রকম মন দিয়ে টি.ভি. দেখে? পড়াশুনা বাদ দিয়ে! তুমি যাই বল। আমি এবার ওর ঘর থেকে টি.ভি. সরাবো।'
'কিন্তু এত দেখেও তো ওর রেজাল্ট ব্রিলিয়ান্ট!'
উত্তমা যেন প্রতিবাদ করে। 'কিছু দিন আগের কাগজে দেখেছে, একটা ক্লাস ফাইভের ছেলে টি.ভি. তে সুইসাইডের একটা দৃশ্য দেখে তা থেকে শিখে নিজে সুইসাইড করতে চেষ্টা করে!'
সিদ্ধার্থ অসহায় বোধ করে। 'ওটা রেয়ার কেস। তিতুনকে নিয়ে এমন ভাবনা না ভাবলেই ভাল। আফ্টার অল্ আমাদের মেয়ে তো!' সিদ্ধার্থর স্বর নির্ভয়, নিশ্চিত, নিশ্চিন্ত।
স্বামীর এত নিশ্চিন্তি উত্তমার মনের গভীরে তেমন সমর্থন পায় না । তিতুন দেখতে সত্যিই সুন্দরী । সিদ্ধার্থ আর আমার মুখের মিশ্রিত আদলে তিতুন আর এক সুন্দর অন্য মুখ, অন্য রকম। মাথার চুল লম্বা রেখে, খোলা বা বিনুনি করে ঝুলিয়ে স্কুলে যাওয়া বারণ। তাই উত্তমা ওর চুল করেছে বয়-কাট্ । সিদ্ধার্থর পছন্দ। সালোয়ার কামিজে তিতুন অত্যন্ত স্মার্ট। তবে তিতুন মুখে চোখে, কথায় -চলায় এত সরল সাবলীল নিষ্পাপ ! উত্তমা এতদিন তাই মেয়ের অন্য একটা দিক নিয়ে বিশেষ কোন চিন্তাভাবনা করে নি । কিন্তু ত্রমশ যেন কোন ভয় ওর রাতের ঘুম অবস্থা কিছুটা বাড়িয়ে দেয়। 'ইংলিশ কিস' কথাটা ও কোথায় শিখল? তার প্রয়োগের শিক্ষা কিভাবে ওর মাথায় আসে ! উত্তমার বুকে চাপাশ্বাস অস্বস্তিকর ভার অ ানে।

সচেতন হয়ে স্বামীর দিকে তাকায় উত্তমা। সিদ্ধার্থ এই মুহূর্তে অন্যমনস্ক। কিসে? পুজো সংখ্যায় লেখা নিয়ে না , মেয়ের অন্য কোন ভাবনায়? হঠাৎ চাপা রাগ হয়। সিদ্ধার্থ মেয়েকে বেশী স্বাধীনতা দিতে চায়। কোন্ সাহসে ! লেখা আড্ডা অ

ার সভা সমিতি নিয়ে সিদ্ধার্থ সারা বছরেই কম-বেশি ব্যস্ত থাকে। তিতুনের সব দায়িত্ব তো ওকেই সামলাতে হয়? হবে! তা হলে? উত্তমা নিজেকে কেমন নিঃসঙ্গ মনে করে। তিতুন যত বড় হচ্ছে, ততই আরও সুন্দর, উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। এতেই ভয়। মেয়েটা পাখির মত নরম , উদাস, আত্মগত । চারপাশে এত শিকারী ! তিতুনের এখন এই বয়সে তাদের চেনার কথা নয়। সে সম্পর্কে ওর কোন ভাবনা থাকতেই পারে না। হ্যাঁ, আত্মগত আর অভিমানী। এই বয়সে উত্তমা নিজে যেন ওর প াখির বাসা। ওর বাবাও । তবুও সিদ্ধার্থ ওকে যেন গাছের পাতার শব্দ, ছায়া-মেশানো আলো, গাছ ছাড়িয়ে উড়াল অ াকাশ, বাতাসের স্নিগ্ধ মনোরম স্বভাব চেনায়। মা উত্তমা সেই যেন খড়কুটো ঘেরা নির্জন বাসাই— ঘন গাছের ডালে স্নেহ-মমতা দিয়ে তার বেঁচে থাকার কাঙ্ক্ষিত আশা! উত্তমা ভয়ে ভয়ে তিতুনকে ঘিরে রাখে । স্বামীরসঙ্গে একটা ভাবনায় ওর মিল। তিতুন যেন মুক্ত মন আর বুদ্ধিতে একেবারে অন্যরকম হোক।

'কি এত ভাবছ?' সিদ্ধার্থ সোজা হয়ে বসে।

স্বামীর দিকে তাকায় উত্তমা। বিব্রত বোধ করে। 'তোমার লেখার অসুবিধা হচ্ছে! উঠি।' উত্তমা উঠে দাঁড়ায়।

সিদ্ধার্থ হেসে ওঠে। যেন সান্ত্বনা, 'ঠিক আছে, আমি এবার তিতুনকে দেখব কিছুটা । কথা দিচ্ছি।'

উত্তমা বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। এখনি সরলা কাজ শেষ করে চলে যাবে। তিতুনের ফিরতে এখনো দেরী।

সন্ধের মুখে তিতি ফিরে আসে।

দরজা খুলে দরজার মুখ থেকে সরে দাঁড়ায়। তিতি ঘরে ঢুকলে দরজা বন্ধ করে উত্তমা।

'কি ব্যাপার ! খোঁড়াচ্ছিস কেন?'

মায়ের হাত ধরে তিতি, 'বল মারতে গিয়ে পায়ে হঠাৎ টান ধরেছে মাম্মি।'

'কখন?'

'খেলতে নেমেই ! আর খেলতে পারিনি, বসেছিলুম।'

'ফিরে আসতে পারতে।'

'নিজে না খেললে কি হবে, আর সকলের খেলা দেখছিলুম। দাণ ইন্টারেস্টিং।' মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে।

'এসো, পায়ে মালিশ করে দি।

মায়ের সঙ্গে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে তিতি বলে চলে, 'তুমি জান না মাম্মি, মাঝে মাঝে নিজে না খেলে খেলা দেখাটা কি যে এ্যাট্রাক্‌টিভ ! কি দাণ ইন্টারেস্টিং !'

ডাইনিং ঘরের কোচে বসায় উত্তমা মেয়েকে । হাঁটুতে মালিস করতে করতে বলে, 'বাবার সঙ্গে কথা হয়েছে, আর তোম াকে ছেলেদের সঙ্গে খেলতে হবে না।'

'এটা তো তোমার কথা । বাবাকে টানছ কেন?' মায়ের দিকে তাকিয়ে হাসে। ঝুঁকে মায়ের চিবুকে ঠোঁট ছোঁয়ার, চাপ দেয়, ড্যাড বলতেই পারে না।' সামনের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে 'এবার টি.ভি. চালাও মা।'

'না, তোমার পড়া আছে না?' শাসনের চোখে মেয়েকে দেখে, 'বাবাও বলেছে, তোমার ঘর থেকে টি.ভি. সরানো হবে।'

মায়ের সব কথায় গুত্ব না দিয়ে তিতি বলে, 'সরি মাম্মি আজ একটুও পড়তে ইচ্ছে করছে না ! '

'কেন!' উত্তমা মালিশের হাত থামায়। তাকিয়ে থাকে মেয়ের দিকে। দু'চোখে গম্ভীর শাসন।

'মাম্মি, আমি ভীষণ টায়ার্ড ! বিলিভ মি ! সারা সপ্তাহ ধরে দুজন টিউটরকে এ্যাটেন্ড করা, রেসিটেশান, নাচ, গান, ছবি আঁকার কাজ।' স্কুলের টাস্ক করা, — এত সব প্রেশারে আমি কেমন মেশিন হয়ে গেছি না? তুমি বল!'

উত্তমা এবার শাসনে গলা কঠিন করে। 'বড় বড় কথা বোলো না তো। তোমার বাবাকে ডাকছি ।'

'সে হোয়াট ! সেটা আমিই ড্যাডকে বলছি।' ওঠার তোড়জোড় করে।

সিদ্ধার্থ ডাইনিং হলে আসে। তিতির কিছু বলার আগেই বলে, 'তিতুন পড়তে বসো এখন। মায়ের কথা শোনো। '

'ড্যাড, আই রিকোয়েস্ট ইউ, এখন মায়ের পক্ষ নিও না। আমি কিন্তু একা হয়ে যাব। আমার বন্ধুরা তো আমার কাছে নেই! তারা কিন্তু আমার কথাই বলত।'

সিদ্ধার্থ মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ওঠে। উত্তমা স্বামীর দিকে দৃষ্টি রেখে গম্ভীর হয়ে যায়। উঠে যায় ওদের সামনে থেকে।

উপন্যাসের একটি চ্যাপটার আজ সারাদিনে শেষ করেছে সিদ্ধার্থ। নিজেও যেন ভিতরে বেশ কিছুটা রিলিফ চাইছিল। মেয়ের পাশে বসে পড়ে। রিমোট হাতে তিতি চ্যানেল ঘুরিয়ে ইন্ডিয়ার বাইরে একটা ক্রিকেট খেলার অনুষ্ঠানে থামে। 'বসো ড্যাড, দুজনে দেখি।' নিবিষ্ট হয়ে যায়। একসময়ে উত্তমা পিছনে এসে দাঁড়ায়। সিদ্ধার্থর দিকে চোখ রাখে। উত্তমার মুখে-চোখে উপেক্ষা, 'শোন, মিঃ বসাক স্ত্রী আর ছেলেকে নিয়ে আসবে সামনের রববার। সন্ধেয়। তিতুনের কয়েকটা আবৃত্তি ঠিক করে রেখো। ওরা ওর আবৃত্তি শুনবে। যেন ভুল-ভাল
না করে। তোমার মেয়ে যা— ।' থেমে যায়।

'আমার মেয়ে । তোমার না?' সিদ্ধার্থ চাপা হাসি মুখে একভাবে তাকিয়ে থাকে স্ত্রীর দিকে।

তিতির বাবা-মা সম্পর্কে কোন খেয়ালই নেই এই মূহূর্তে। টিভির পর্দায় ওর দু'চোখ স্থির ।

পরের রববার নয়, আরো দুটো রববার পার করে সোমবার এলো তিতিদের বাড়ি। মিঃ সুনন্দ বসাক, স্বামীর সূত্রে উত্তম াদের ফ্যামিলি ফ্রেন্ড। তা ছাড়া ওর ছেলে তিতিদের স্কুলেই একই ক্লাসে পড়ে, অন্য সেকশানে। আগে ছেলেটা ফার্স্ট হত। এখন সবেতেই তিতি। চাপা কম্পিটিশান। সিদ্ধার্থ বাড়ি ফেরে নি, সন্ধেয় ফেরেও না। তিতির গানের লেডি টিচার চলে গেলে অতিথিরা আসে। উত্তমা অতিথিদের চা-জল খাবরের আপ্যায়ন শেষে তিতিকে নিয়ে বসে।

পর পর চারটে আবৃত্তি শোনানোর শেষে উত্তমা বলে সুনন্দবাবু আপনার ছেলে একটা শোনাক। ছেলেটার দিকে তাকায়। নাও শু কর। তুমিতো খুব ভালো ছেলে।

'আপনার মেয়ের কাছে কিছুই নয়!' সুনন্দ হাসে। কোন কম্পিটিশানে দাঁড়াতেই পারে না!'

তবু শোনাক না। সুনন্দর ছেলে সম্পর্কে চাপা ক্ষোভটার মধ্যে একটা খোঁচা বুঝতে পারে । সুনন্দর স্ত্রী সুকৃতি ছেলেকে বলে, 'তুই একটা কর বিলু।'

লাজুক ছেলে বিলু। মায়ের কথায় শু করে। সাদামাটা আবৃত্তির শেষে সুকৃতি বলে, 'ভাল করে শিখবে কি করে বলুন ! সময়ই পায় না। আপনার মেয়ের মত তো নয়। ছ'টা মাস্টার ওর পিছনে।' 'ওকে জিজ্ঞেস কন। ' স্বামীর দিকে তাকায়।

উত্তমা লজ্জা পায়। 'তাতে কি !'

'শুনেছি তুমি স্কুলে খুব ভাল ইংরিজি কবিতাও রিসাইট কর তো!একটা শোনাও।'বসাক গিন্নী তাকিয়ে থাকে তিতির দিকে। উত্তমা মেয়ের চোখে দৃষ্টি রাখে। 'শোনাও তিতুন।'

তিতি ভিতরে বিরক্ত হয় । কিছু সময় আগে গানের টিচারের নতুন একটা গান ধরায় বিরক্তি ছিল ওর মধ্যে । তার ওপর এত আবৃত্তি! আবার একটা কেমন ক্লান্তি লাগে। সকালে আঁকার ক্লাসে এত ধকল ছিল না! তিতি অসহায়ের মত মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

'নাও, শু করো। ওঁরা শুনতে চাইছেন!' উত্তমার স্বর আপ্লুত।

তিতি একভাবে মাকে লক্ষ্য করে। আগে কেউ বললেই তিতি আবৃত্তিতে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ত! এমন কি বাড়িতে একা থ াকলেনিজে নিজেই ইচ্ছে মত গলা তুলে বাড়ি মাৎ করত দু'চার লাইন আবৃত্তিতে। আজকাল কেমন ইচ্ছেই হয় না। একই আবৃত্তি এত জনকে শোনাতে হয়েছে! কতবার! কি রকম বিরক্তি তৈরি হয় নিজের মধ্যে। কি করে মাকে তা বোঝাবে! বলতে গেলেই তো মায়ের চাপা রাগ, শাসন!

'নাও, আর একটা শোনাও। দাঁড়িয়ে বল। কি ! ভুলে গেছ? সেই যে—!

মাকে সঙ্গে সঙ্গে থামিয়ে দেয় তিতি হাতের ইঙ্গিতে। হঠাৎ মনে পড়ে যায়, আজ তো এর পর মা আর পড়তে বসতে বলবে না! কালকের হোমটাক্স মা দুপুরেই দেখে দিয়েছে।

তিতি এবার তৈরি হয়। 'ঠিক আছে।' অস্ফুটে বলে । আরম্ভ করে যন্ত্রের মত শেখা ইংরেজি কবিতাটা। আবৃত্তির মধ্যেই ম ানেটা ভেসে ওঠে মনে। ওর স্যার মানেটা ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

পূজোর ছুটি শেষ হয়ে গেল। সব স্কুল খুলে গেছে । উত্তমা এবার তিতির ওপর নজর দিয়েছে বেশি। কয়েক মাস পরেই তো এ্যানুয়াল পরীক্ষা। এত পূজো , লোকজনের আসা-যাওয়া, গল্প-গুজব, বেড়ানো।' বাড়িতে বসে সিদ্ধার্থর বন্ধু-বান্ধব নিয়ে আড্ডার মধ্যে তিতির তেমন পড়াশুনাই হল না! নতুন স্কুলে ওর পড়াশুনার ব্যাপারটা আগের মত স্ট্যান্ডার্ডে রাখার জন্যই ওরা এ বছর বাইরে কোথাও গেল না। সামান্য কদিনের জন্যও না । কথাগুলো গভীর অন্যমনস্কতায় ভাবছিল

উত্তমা। এখন সরলা সেই যে ছুটি নিয়ে কদিনের জন্যে গ্রামে নিজের বাড়ি গেছে, এখনো ফেরেনি। সব কাজ নিজেকেই করতে হয়। এক নিরাকার বিরক্তি যেন উত্তমাকে মুখের কাছে ওড়াউড়িকরা মাছির মত বিরক্ত করছে।
কি ভেবে রান্নাঘরের জানলা দিয়ে বাইরে তাকায়। মুখে -চোখে হেমন্তের হিমেল হাওয়া ঝাপটা দিল। সন্ধের আকাশেই চাঁদের গোল থালার মত ভেসে ওঠার দিন। চারপাশ আবছা আলোয় কিছুটা বা বিষন্নতা ঢেকে রাখে । হিমেল হাওয়া বুঝি চাঁদের গায়ের আস্তরণ চেঁছে কিছুটা গুঁড়ো গুঁড়ো আলো ঘন করে তুলছে। তাড়াতাড়ি সন্ধেনামে,। তার আগে যেন অন্ধকার কোথাও ঘাপটি মেরে বসে থাকে । তিতি খেলা থেকে সন্ধের মুখেই ফিরে আসে। একটু তাড়াতাড়ি। এখন ওরা ক্লাবে ফুটবল খেলে না। কখনো, ব্যাটমিন্টন, বেশির ভাগ সময়েই ক্রিকেট । তিতির ক্লান্তিটা তাই কম।
হঠাৎ উত্তমার মনে পড়ল, আজ তো প্রাইভেট টিউটরের অঙ্ক শেখাতে আসার দিন! উনি কি এসে গেছেন? শব্দ পাচ্ছি না তো! উনুনে রান্না চাপানো। উত্তমা ডাইনিং হল পাশে রেখে ওই ও কোণে তিতির ঘরের সামনে এসে দাঁড়ায়। ঘরে আবছা আলোয় অস্তযাওয়া বিকেলের হালকা মেঘ।

'তিতুন!' গলা নামিয়ে ডাকে উত্তমা । সাড়া নেই। 'তিতুন পড়ছিস?' কোন শব্দ আসে না। উত্তমা ঘরে ঢোকে । তিতি ওর ঘরের টিভির-র সামনে। নিঃসাড় নীরব, নিমজ্জিত দর্শক।
'কি ব্যাপার! স্যার আসেন নি!'
তিতি মায়ের দিকে তাকায় । 'না।'
'আসেন নি তো টিভি দেখতে বসেছিস!' স্থির তাকিয়ে থাকে মেয়ের দিকে। চাপা শাসনের চোখ । 'সামনে পরীক্ষা না?' গলা কঠিন, 'নিজে নিজে অঙ্ক করলি না কেন?'
'অঙ্ক আমার একটুও ভাল লাগে না মাম্মি। স্যার না এলে আমার বসতে ইচ্ছে করে না।'
সামনে এগিয়ে আসে উত্তমা। রিমোট হাতে নিয়ে টিভি বন্ধ করে দেয়।' 'যাও, পড়ার টেবিলে বোসো। বাবার জন্যেই তুমি এমন— বলতে বলতে থামে।' ঠিক আছে, বাবা আসুক । তোমার ঘর থেকে এবার সত্যিই টিভি সরিয়ে নেবার কথা বলব।' যেন গজ গজ করতে করতে উত্তমা ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।
তিতি চুপ করে বসে থাকে অন্ধকার ঘরে।
আজ সিদ্ধার্থ বাইরে থেকে তাড়াতাড়ি ফেরে । এখন সন্ধেসাতটা । দরজা খুলে দিয়ে উত্তমা কোন কথা বলে না। সোজা রান্নাঘরে ঢোকে।
'হ্যালো তিতুন।' দরজা বন্ধ করে তিতিকে ডাকে সিদ্ধার্থ। খাবার টেবিলের একটা চেয়ারে বসে জুতো-মোজা খোলে। গুছিয়ে রাখতে রাখতে আবার ডাকে, 'বি কুইক তিতুন, কাম টু মি।' কোন সাড়া নেই। যে কোন দিন তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরলেই তিতি আগে সামনে এসে দাঁড়ায়,। আজ কি হল?
'কি হল, তিতুন পড়তে বসে নি!' কথাটা উত্তমাকে বলা।
রান্নাঘর থেকেই উত্তমা বলে, 'দেখ তোমার ঘরে আছে কিনা।' একটু থামে। 'স্যার আসে নি। ও টিভি দেখছিল বকেছি। ও তো তোমার ঘরে ঢুকেছিল। দেখ ওখানে আছে কি না।'
সিদ্ধার্থ ওর ঘরে ঢোকে। নেই। আবার হয়ত ওর পড়ার ঘরেই গেছে! তিতির অন্ধকার ঘরে ঢুকে দেখে, ওখানেও নেই। থমকে দাঁড়ায় সিদ্ধার্থ। বাইরে যাবার দরজায় অটোমেটিক লক্। ও কি মাকে না জানিয়ে বাইরে কোথাও গেছে!
'কি ব্যাপার!' রান্নাঘরের সামনে এসে দাঁড়ায়।' ওকে দেখছি না কেন?'
'সে কি!' উত্তমা ওভেনের সুইচ অফ্ করে রান্নাঘর থেকে বাইরে আসে। দুজনে এ ঘর ও ঘর সব জায়গায় খোঁজে । কোথাও নেই।
'তোমাকে কিছু বলে যায় নি।'
'না! উত্তমা অস্থির বোধ করে।' তোমার মেয়েকে তুমি বোঝ। একা বেরিয়ে যাবে বাড়ি থেকে, ভাবতেই পারছি না।'
'এমনও হতে পারে, তুমি আরও বকবে বলে কোন বন্ধুর বাড়ি গেছে কাছাকাছি। এখনো সন্ধে আছে।'
'তা বলে না জানিয়ে যাবে!'

সিদ্ধার্থ মাথা ঠান্ডা করে সামলায়। 'তুমি তো জান ও একটু সেন্টিমেন্টাল।' উত্তমার মুখের ওপর দৃষ্টি রাখে । কি যেন ভাবে। 'আসলে ও এ্যাভারেজ থেকে একেবারে অন্যরকম । তাই না?

'তা বলে, ওকে তুমি সমর্থন করতে চাইছো।'

সিদ্ধার্থ স্ত্রীর দিকে সেইভাবে তাকিয়ে থাকে। মেয়ে সম্পর্কে ওর উদ্বেগ, অসহায়তা, ভয় আর শাসনকে আজকাল সিদ্ধার্থ বেশ কিছুটা সমর্থন করে। কি ভাবে । 'ঠিক আছে, আমি ওর কাছাকাছি বন্ধুদের ফোন করছি। নিশ্চয়ই ওদের কারো কাছে গেছে। ডোন্ট বি নার্ভাস তমা।'

উত্তমা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে স্বামীর দিকে।

এক এক করে ওর চারজন বান্ধবীর কাছে ফোন করে। ওদের বুঝতে দেয় না তিতির এমন না বলে যাওয়ার কথা । পরে এ নিয়ে ওকে ঠাট্টা করতে পারে, রাগাতে পারে তিতুনকে। কিন্তু কারোর কাছে যায়নি ও । কোথায় যেতে পারে! একবার রান্নাঘরের সামনে এসে দাঁড়ায়। 'তমা, ব্যস্ত হয়ো না, ও ফিরবে। আমি একটু ভাবি। ওকে ঠিক আনছি।' এত নির্ভয়ে কথা বললেও সিদ্ধার্থ একটু বা ভিতরে অসহায়তা বোধ করছে। নিজের ঘরে এসে কোচে ঠেস দিয়ে বসে। পরে বারান্দায় বড় কোচটায় ক্লান্তিতে ঠেস দিয়ে আরাম করে। একটু বা অপেক্ষা, যদি নিশ্চয়ই এখনি ফিরে আসে! ঘন ঘন সিগারেট টানতে থাকে।

উত্তমা নির্বাক থেকে এক কাপ চা দিয়ে যায়। গরম চা ঠোঁটে ছোঁয়ায় সিদ্ধার্থ। 'শোন তমা, আমাদের মেয়ে এমন কিছু করবে না। যা—,' থেমে যায়। উত্তমার মুখ ওকে থামিয়ে দেয়। তিতির সুন্দর সব কথা মনে পড়ে যায়।.....

'ড্যাড, এই নদীর ধারে একটা বড় গাছ দেখেছ!'

'কোথায়?'

'ওই দেখ, ওর নিচে একটা সিমেন্টের বেঞ্চ আছে, আমার ওখানে বসে নদীটাকে দেখতে এত ভাল লাগে !'

সিদ্ধার্থ মেয়ের কথায় জায়গাটায় চোখ বুলোয়। মেয়েকে নিয়ে সিদ্ধার্থ একদিন নদীর ধারে এসেছিল সন্ধেয়।

'এখানে একা এলে তোমার ভয় করবে না?'

'কেন!' এখানে তো অনেক লোক আসে । বেড়াতে এমন ভিড়েও লোন্‌লি থাকা যায়। সাচ এ লোনলিনেস । আই হার্টিলি প্রেফার ড্যাড।'

'কিন্তু আমি তো তোমাকে ইচ্ছে মত আনতে পারব না তিতুন,'

'তুমি কেন এখানে এসেছ, আই নো!'

'কেন!'

'লিখতে লিখতে তুমি যখন টেরিব্‌লি টায়ার্ড ফিল করো, ইউ ফিল ইয়োরসেলফ এ হলো ম্যান, তখন চলে আসো। আই আন্ডারস্ট্যান্ড।'

সিদ্ধার্থ মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। দু'চোখে থমথমে বিস্ময়। 'আমিও ভীষন টায়ার্ড হয়ে পড়ি, ইউ নো! থেমে কিছু ভাবে। 'এত পড়ার প্রেশার, স্কুলের ডেলি টাস্ক, টিউটর , ড্যান্সের স্কুল, গানের মিসট্রেস, রেসিটেশান, আমাকে তৈরি করার জন্যে এত কম্পিটিশন, ওহ, ড্যাড , আমাকে রীতিমত হন্ট করে জাস্ট লাইক ডেমন। ইউ বিলিব ড্যাড আএ্যাম ফেড অ াপ।' এ কথা টা বলে তিতিযেন মুক্ত বাতাস নেয় নদীর। 'এখানে তাই ইচ্ছে হলেই চলে আসি।'

হঠাৎ চিন্তাসূত্র ছিঁড়ে যায় সিদ্ধার্থর। কোচ ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। 'তমা।' ডাকটা 'ইউরেকা'র মত শোনায়।

স্বামীর এমন আচমকা চীৎকারের মত ডাকে, উত্তমা নড়ে ওঠে । উনুন নিভিয়ে উত্তমা অন্যমনস্ক ছিল। পিছন ফিরে তাকায় ডাইনিং হলে স্বামীর দিকে।

'আমি এখনি আসছি। ওকে এবার পাবো। ডোন্ট বি নার্ভাস।' সঙ্গে সঙ্গে বাইরের দরজা খুলে বেরিয়ে যায়।

উত্তমা নির্বাক চোখে তাকিয়ে থাকে। দৃষ্টি বোধহীন!

সিদ্ধার্থ চলে আসে নদীর ধারে। হাঁটা পথ। দু'একটা গলি পিছন রাখলেই তো সেই গাছ, সেই বসার সিমেন্টের বেঞ্চ! গাছের নিচে বেঞ্চের সামনে এসে দাঁড়ায়। সামনেই তিতি । 'ড্যাড!' তিতি সোজা হয়ে দাঁড়ায় । তুমি এসে গেছ! আমি জানতাম, তুমি আসবেই!' তিতির স্বরে স্বতঃস্ফূর্ত অবুঝ উল্লাস । যেন কিছুই হয়নি, সে রকম এক নিরায়াস নিশ্চয়তা।

‘এসো, বাড়ি যাবে।’ গলা গম্ভীর সিদ্ধার্থর।
‘কখন ফিরলে ! এখনি!’
সিদ্ধার্থ কোন উত্তর দেয় না মেয়ের জিজ্ঞাসার। ‘মাকে তোমার বলে আসা উচিত ছিল!’
বাবার গলায় তিতি বুঝি কোন অনাস্বাদিত শাসন অনুভব করে। ‘আমি একটু পরেই ফিরতাম’ কোন এক অপরাধী অনুগত শিশুর মত। বাবার হাত ধরে, ‘সরি ড্যাড।’ গলা চাপা নম্র শোনায়।
সিদ্ধার্থ ভিতরে হালকা হয়ে যায় । মেয়ের হাত শক্ত করে চেপে ধরে । হাতে এত নির্ভরতা, এত বিশ্বাস, এত সারল্য !
আজ শনিবার । স্কুল ছিল না। মা-বাবাকে বলা ছিল। স্বাতীও তিতির মা বাবাকে ফোনে জানিয়েছেই বার দুয়েক। সেই মত বিকেলের আবৃত্তির ক্লাশ থেকে তিতি সোজা চলে আসে অয়নদের ফ্ল্যাটে। ঘড়ির কাঁটায় সন্ধে নয়, তবু অন্ধকার নেমে এসেছে চারপাশ ঢেকে, নিঃশব্দে। শীতের সন্ধে। আজ ঠান্ডার দিকটা যেন একটু বেশী । একটু বা ঝিরঝিরে উত্তুরে হাওয়া। অয়নদের ফ্ল্যাটের দরজায় দাঁড়িয়ে তিতির মনে হল, শীতের পোষাক একটা গায়ে জড়িয়ে এলেই ভাল হত।
ডোরবেলের শব্দে সঙ্গে সঙ্গে দরজা খোলে অয়ন। হাতে সিগারটে। এসেই দরজা খোলা রেখে সামনে থেকে সরে দাঁড়ায় ও।
তিতি ঘরে পা দেয়। ‘স্বাতী নেই?’ অয়নের ঝকমকে চকরা-বকরা বুশ শার্টে দ্রুত চোখ বুলিয়ে নেয় । এ পোষাকে তো কে ানদিন ওদের স্কুলের সামনে আসে নি!
আসতে দেরি করছে। আসবে এবার, বোস।’ দরজা বন্ধ করে অয়ন বাইরের ঘরের মাঝখানে দাঁড়ায় । পিছনে জুতো জে াড়া খুলে রেখে তিতি লম্বা কোচটায় এক প্রান্তে বসে পড়ে। সামান্য তফাতে অয়ন।
‘তোমার তাড়া নেই তো।’ একটু থামে। ‘বাড়িতে তো বলে এসেছে!’ ডান হাতের দু আঙুলের ফাঁকে সিগারেট জ্বলে যায়। তিতি অবাক হয়ে তাকায় । কি বলছ! না বলে আসা যায় নাকি? ফোন নম্বর দিয়ে এসেছি। স্বাতীর তো আগেই দেওয়া অ াছে। তোমারটা।’
তিতির প্রচ্ছন্ন প্রতিবাদকে গুত্ব দেয় না অয়ন। ‘শোন, তুমি আবৃত্তির ক্লাশ থেকে সোজা আসছ। বরং তোমার খাবারটা খেয়ে নাও। দিদা করে রেখে গেছে।’
তিতি ভু কোঁচকায় । ‘স্বাতী না আসা পর্যন্ত খাওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। স্থির চোখে অয়নকে নিরীক্ষণ করে তিতি। ‘আর কিছুটা সময় দেখব। ও না এলে একাই চলে যাব।’
‘ফেরার ব্যাপারে এত ইম্পেসেন্ট কেন? ঠিক আছে, এলে, স্বাতীই তোমাকে দিয়ে আসবে। না হলে আমি তো আছি!’ অয়নের মুখ-চোখ সাদা আলোয় উজ্জ্বল, উচছল।
তিতি কেমন এক আড়ষ্ট একাকীত্বে নিজেকে নিজের মধ্যে ভার অনুভব করে। ‘না হলে মানে! স্বাতীর আসার ঠিক নেই! ও একবারও তো বলেনি! আজকের সকালের ফোনেও না!’
অয়ন মৃদু হাসে ‘ভয়ের কিছু নেই। দাদু-দিদা বেরিয়েছে, ফেরারও সময় হল!’
তিতি এবার এই ঘরটায় চোখ বুলোয় । ‘তোমার এই ঘর!’
‘হ্যাঁ । এটা আমার শোবার, পড়ার—সব কাজেই ।’ সিগারেট নিভে গেছে ভেবে জোরে জোরে টানে।
তিতি সিগারেটের মুখের আগুনটায় স্থির চোখ রাখে । কেন যেন ওর বড় খেলার পুতুল খেলনা-বাঘের সঙ্গে টিভি-র ডিস্কভারি চ্যানেলের জীবন্ত বাঘের চোখের মেলানো স্মৃতির টুকরো দপ্ করে জ্বলে ওঠে। ‘তুমি সিগারেট খাও, জানতুম না।’
অয়ন মুখ থেকে সিগারেট সরায়। ‘তোমাদের স্কুলের সামনে খাই না। স্বাতী জানে।’ গলা নামায়। ‘দাদু-দিদা জানে না।’
কি রকম একটা অস্বস্তি হতে তিতি দৃষ্টি সরিয়ে নেয় অয়নের মুখের ওপর থেকে। ঘরের কোণে টি.ভি.র ওপর চোখ। ‘তোম ার একটা আলাদা টি.ভি.! আমারও তা-ই’ স্বরে কৌতুহল, আগ্রহ।
‘নাহ, আমাদের একটাই টিভি।’ থেমে কোচের নিচে থেকে লুকনো এ্যাশট্রে বের করে আধপোড়া সিগারেটটা নিভিয়ে ফেলে দেয়। আবার ওটা ঠেলে আড়াল করে। ‘তুমি বুঝি খুব টি. ভি. দেখ!’
মাম্মি ড্যাডির ঘরে টি.ভি. থাকলেও ওরা আমার ঘরে এসে দেখে। ড্যাড যে কত রাত পর্যন্ত আমার ঘরে টি.ভি. দেখে!

ডিসকভারি চ্যানেল, ইন্টিরিয়ার এ্যানিম্যাল্স্, এ্যানিম্যাল্স্ প্লানেট ন্যাশানাল জিওগ্রাফিক থেকে ক্রিকেট, ফুটবল, ... , সব ..... ।' কথার মধ্যে ভরাট খুশি আর আলো।

'তুমি হিন্দি ছবি দেখ না?'

'নাহ্।' অবুঝ তাকিয়ে থাকে তিতি।

'স্ট্রেঞ্জ! আমি তো হিন্দি ছবি আর অনেক রাতের ইংলিশ ছবি ছাড়া দেখিই না । অবশ্য ক্রিকেটটা দেখি।' 'থামে , কিছু যেন ভাবে । বাংলাগুলো তো ট্রাশ। যেমন স্টোরি, তেমনি তার এ্যাকটিং।' ওর কথার মধ্যে তিতির নির্নিমেষ চোখ স্থির শ্রোতার মত। যেন লজ্জা পায় অয়ন। 'ওহ্ সরি, তোমার বাবা তো আবার একজন নাম করা রাইটার। কিছু মনে কোরো না।'

তিতি সহজ হয়। 'বাবা ওসব দেখায় না।'

'কৌন বনেগা ক্রোড়পতি দেখ না?'

এবার চাপা আবেগে ফুলে ওঠে তিতি। 'হ্যাঁ জান, যেসব প্রশ্ন করে সব প্রশ্ন ড্যাডি - মাম্মি— দুজনকেই হারিয়ে দি। এক এক সময় প্রায় সব উত্তর কারেক্ট বলে দি!'

'অমিতাভ বচ্চনের বই দেখনা?

'না। তবে অমিতাভ বচ্চনকে ভাল লাগে। কী টল্। এমন পারসোন্যালিটি! এত স্মার্ট আর হিউমারাস্!'

তিতির কথার মুখে অয়ন যেন কিছুটা দমে যায়। সামনে পড়ার টেবলে চোখ পড়তেই কথাটা মনে পড়ে যায়। 'তোমার তো ক্যাডবেরির জেমস লজেন্স খুব পছন্দ !' নিজের খেয়ালেই পাশ ফিরে টেবলের ড্রয়ার থেকে একটা প্যাকেট বের করে। 'নাও। তোমাকে আমার প্রেজেন্টেশান।' তিতির সামনে কোচের ওপর রাখে। 'প্রথম আমার এখানে এলে!'

'আ য়্যাম ফন্ড অফ দিস, তোমাকে কে বলল? স্বাতী?'

'আগে তোমার একটা কথা থেকেই বুঝেছি।'

'ড্যাড-মাম্মি, মিমি আর জেঠু ছাড়া কারোর কাছ থেকে আমি এটা নিই না! থ্যাঙ্কস্ । দে আর অল মাই ফ্রেন্ডস্!'

'আমিও তো তোমার বন্ধু !' অনেকটা হাসে অয়ন।

'তুমি তো অয়নদা। আমার থেকে কত বড়'। লজেন্সের সচিত্র মনোরম প্যাকেটটা সামনে থেকে ঠেলে দেয়।

অসহায়ের মত অয়ন তাকিয়ে থাকে তিতির দিকে।

'সরি অয়নদা।' কৃতজ্ঞতা সংকোচ আনে তিতির স্বভাবে। তিতির স্বভাব অয়নকে কেমন যেন ওর দিকে টানে। তাতেই বুঝিবা , অয়ন তিতির এমন রিফিউজ্যালে গুত্ব দেয় না। সহজ হয়ে বলে, 'তোমাকে বোধ হয় স্বাতী বলে নি, আমি বচ্চনের ক্রোড়পতি অনুষ্ঠানে পার্টিসিপেট করার জন্য তৈরী হচ্ছি।' একটু থামে, যেন তিতির প্রতিক্রিয়া ওর মুখের ভাবে ধরতে চায় । 'বচ্চনের সঙ্গে হ্যান্ডসেক, কাঁধে হাত দিয়ে হট সিটে বসানো! তুমি তো অনুষ্ঠানটা ভালোবাসো। তৈরী হও, আমি তো আগে যাচ্ছি, বলব তোমার কথা!'

'আমার কথা'? তিতি উত্তেজনাহীন চোখে অয়নকে দেখে । এক মুহূর্ত অন্যমনস্ক হয়ে যেন মনে মনে বিড় বিড় করে। এটাতে কি হ্যান্ড্রেড হবে? মুখ টিপে হাসে।

'আমাকে বিশ্বাস করছ না? মুনমুন সেনের মেয়েকে তো এ্যাডে দেখেছ! ওর কাছে তোমাকে নিয়ে যাব। আমার আলাপ হয়েছে।'

এটাও হান্ড্রেট পারসেন্ট ! তিতি এবার জোরে হেসে ওঠে। হাতঘড়ি দেখে কব্জি উপুড় করে। 'কি ব্যাপার বল তো? স্বাতী এখনো এলো না!'

'আগে বল, এমন হাসলে কেন?

'এমনি!' তিতির সারা মুখ থেকে হাসি চকিতে দীপ্তি হারায়। সহজ স্বাভাবিক মুখ।

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায় অয়ন। গলা ভারী করে বলে, 'ও বলেছে একটু দেরী হবে।'

'বাড়ী থেকে বেরিয়েছে কিনা ফোন করো!'

'আর একটু দেখি!' অয়ন একভাবে তাকিয়ে থাকে তিতির দিকে। তিতি কিছুটা অন্যমনস্ক দেখে , হয়ত ও নার্ভাস কিছুটা—

এমন মনে হওয়ার স্বর নামিয়ে বলে, 'তুমি কিন্তু লাভলি দেখতে তিতি। ' তিতির মাথা হেঁট থাকায় আবার বলে, 'স্বাতী কিন্তু তোমার বিউটির এ্যাডমায়ারার। আমি আরও বেশি।

তিতির সুন্দর দুই চিবুক লাল হয়। কেমন জড়ো সড়ো হয়ে যায় লজ্জায়। একবার চোখ তুলে আবার মেঝেয় রাখে।

অয়ন আরও কিছু বলার জন্যে সময় নেয়। বলার আগে দ্বিধা সরায় কয়েক মুহূর্তের মধ্যে । জান, মেয়েদের বডি নিয়ে একটা বড় বেঙ্গলী পত্রিকা স্পেশাল করেছিল।' অয়ন মাথা হেঁট নীরব তিতিকে একভাবে চোখে রাখে।

তিতি গভীর আড়ষ্টতায় কেমন অসহায়। সহজ হতে গিয়ে একবার মুখ তুলে অয়নের দিকে তাকায়। অয়নের দৃষ্টি ধরে তিতি ওর নিজের বুকের ওপর আয়ত চোখে তাকাতেই কেমন অপ্রস্তুত থতমত বোধ করে। সংকোচ যন্ত্রের মত জড়ায়। ওর বুকের ওপর থেকে ওড়না সরে গেছে। আস্তে আস্তে ওড়না বেশি করে বুকের ওপর টেনে দেয় । কি একটা পত্রিকার কথা বলল? স্তন সংখ্যা? চকিতে মনে পড়ে গেল তিতির। বাবার ঘরে কত সব পুরানো পত্রিকা দেখতে দেখতে এই সংখ্যাটা চোখে পড়েছিল ওর! এই কিছুদিন আগে! তিতি অয়নের দৃষ্টি থেকে অন্যমনস্ক চোখ সারা ঘরে ঘোরায় ধীর গতি ক্যামেরার লেন্সের মত।

'জান । ব্লু ফিল্মের ওপর একটা ম্যাগাজিন বেরিয়েছিল। আমি একটা কিনে রেখেছি। আগেরটাও । দাদু- দিদা কেউ জানে না। স্বাতীও না।' গলায় সন্তর্পিত স্বর 'ওকে কোনদিন বোলো না যেন । তোমাকে একদিন দেখাবো। তুমি তো খুব বই পড়ো।' অয়নের সারা মুখ, দু'চোখ জ্বল জ্বল করে।

তিতির কেমন ভয় গভীর শীতের ভারী পোষাকের মত চারপাশ থেকে ঘিরে ধরছে। বাবার ঘরে এরকম একটা পত্রিকাও তো দেখেছিল! চোখে পড়তেই, দু-তিন পাতায় চোখ বোলাতেই কেমন জমাট ভয়, একটা নির্বুদ্ধি অবোধ পাপ ওকে ডাকছিল! এখনি যেন সে রকম এক নিষিদ্ধ গোপনতম অজানা অনুভুতি ওকে ঘিরে ধরছে। মাথা থেকে পা পর্যন্ত । একটা পত্রিকায় 'নীল পাপ' নামে.....কার লেখা যেন, কার, মনে পড়ছে না, একটা গল্পও পড়েছিল। গল্পে সে ছেলেটা গভীর রাতে বাবা-মার টি.ভি. দেখার সময় হঠাৎ ঘুম ভেঙে ঘরে ঢুকে কি দেখেছিল? তিতি শেষটা আর পড়তে পারে নি। কেমন এক চুরি করা ভয়ে ওকে চোর করে তুলেছিল চারপাশ, 'নীলপাপ' কি ব্লু ফিল্মের বাংলা? ঘরের চারপাশ বন্ধ করা গরমে তিতির ভয়ংকর শীত করতে থাকে ।

অয়ন এতক্ষন গভীরভাবে তিতিকে দেখছিল। তিতির নীরবতা যেন বা আস্বাদ করছিল । 'কি এত ভাবছ?' অয়ন হাসছে। ওর আচমকা কথায় তিতি ভিতরে কেঁপে ওঠে। 'আমি এবার যাব!'

'আর একটু বোস। তোমাকে আর একটু দেখি। দাণ দেখতে তুমি।'

তিতি অয়নের চোখে চোখ রাখে। এই প্রথম এরকম চোখ দেখছে তিতি। এতদিন ছোট বড় কত খেলনা পুতুলের চোখ দেখেছে, কত বাঘ, সিংহ, শিয়াল, চিতার চোখ দেখেছে বাবা-মাম্মির দেওয়া পুতুলের ভিড়ে। সেই খরগোস হরিণের চোখ কোথায়!

অয়ন লম্বা কোচের এ প্রান্তে তিতির কাছে চলে আসে। "তিতি আই লাভ ইউ"। তিতি ছিটকে সরে যাবার মত করতেই অয়ন ওর হাত ধরে। 'ইউ আর সো সিম্পল, সো ইনোসেন্ট , — , আই উইল ডাই ইন ইউ।'

প্রথমে এমন আচমকা পরিবেশে তিতি হতভম্ব, বিভ্রান্ত, শেষে জোরে ধাক্কা দেয় অয়নকে। পুতুলগুলো থেকে এ আলাদা। কেমন একটা ঘৃণায় তিতি কাঁপতে থাকে। কিছু বলার আগেই অয়ন ডান হাতে তিতির মাথার পিছন ধরে ঠোঁট চেপে ধরে। ওর হাতের উত্তাল অধিকারে চলে আসে তিতির ওড়না সরানো বুক। কোন কথা বলার সুযোগ দিচ্ছে না অয়ন । কোচের ওপর অয়ন তিতির সামনের সমস্ত শরীরে নিজের ভার রেখে দিয়ে স্থির, অনড় হয়ে গেল। একেবারে অসহায় তিতি যেন তার সমস্ত পরিত্যক্ত পশুদের খেলার পুতুলের জীবন্ত হয়ে ওঠার আক্রমণে ওদের অধিকারের সীমায়। দু'চোখে জল। পাশের ঘরে কার ফোন বাজছে? বাবার, না স্বাতীর?

একাই হাঁটতে হাঁটতে তিতি ভিড় আলো ঝলমল রাস্তা ধরে ফেরে। ওদের ফ্ল্যাটের সামনে এসে দাঁড়ায় এক সময়ে। ক্লান্ত । হেঁটে আসায় সময় অনেকটা দিতে হয়েছে। ইচ্ছে করেই সময় নিয়েছে তিতি। হাঁটার মধ্যে দম বন্ধ অবস্থায় একটু বা মুক্ত বাতাস চাইছিল। ডোরবেলের বোতামে চাপ দেয় পিছনে সিদ্ধার্থ। উত্তমা সামনে দরজা খুলে তিতিকে দেখে। ওরা কোন কথা না বলে নিজের কাজে চলে যায় উত্তমা। সিদ্ধার্থ মেয়ের দিকে তাকায়। দরজার মুখ থেকে সরে দাঁড়ায়। তিতি

নিঃশব্দে ঢোকে। সিদ্ধার্থ দরজা বন্ধ করে।
'এত দেরী করলি কেন? তোর মা খুব ভাবছিল।' মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে গলা নামায়। স্নেহের আদুরে গলায় বলে, 'আমিও।' স্বরে কৌতুক প্রচ্ছন্ন।
তিতি বাবার দিকে কেমন অন্যমনস্ক তাকায় । ভাবলেশহীন । কথা বলে না। আচমকা তিতির দৃষ্টি দেয়ালের নগ্ন ম্যাডোনা ছুঁয়ে সরে যায়।
'আমি ফোন করেছিলাম।'
তিতির মধ্যে যেন এতক্ষণের ঘোর হুঁস ফিরে আসে। 'তার আগেই আমরা বেরিয়ে পড়েছিলাম।' তিতি মাথা নিচু করে প ায়ের জুতো খোলে । সোজা হয়ে দাঁড়ায়।
'আমরা মানে! স্বাতী পৌঁছে দিয়ে গেল!'
'হ্যাঁ। সিড়ির মুখে ছেড়ে দিয়ে চলে গেলো।' বিড় বিড় করে, 'যে রিকসায় এসেছি তাতেই ফিরে গেল। ' তিতি বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। এই প্রথম তিতি ওর বাবার সামনে মিথ্যে কথা বলে ।
সিদ্ধার্থ মেয়ের মাথায় হাত রাখে। 'এত চুপ কেন! শরীর খারাপ লাগছে! ঠান্ডাটা আজ একটু বেশি। সোয়েটারটা নিয়ে গেলে ভালো করতে।'
তিতি কি ভেবে বাবার হাত ধরে । 'না বাবা, ঠিক আছি।' হঠাৎ যেন একটা কান্নার ঘন বাষ্প গলায় ঠেলে ওঠে। সামলে নেয় তিতি। 'আমার তো একসঙ্গে খাবো। দেরী আছে না?'
'মায়ের সঙ্গে একবার দেখা কর। মেয়ের সারা মুখে হাত বোলায়। 'খুব ভাবছিল। যাও, মা আমাদের বেডমে আছে।'
'তোমাদের সঙ্গে খেতে বসার আগে আমি একটু শুই ড্যাড । এত খাটুনি গেছে।' একটা বড় মিথ্যে বলার পর আর কোন জড়তা নেই তিতির কথায়।
'বোকা মেয়ে! মায়ের ওপর রাগ করনি তো?' হাসতে হাসতে বলে। তোমার ঘর থেকে টি. ভি. সরাতে বারণ করেছি। অ াসলে বোঝই তো, তুমি যত বড় হচ্ছ, মা ভয় পাবেই!
'কেন ভয় ড্যাড।' অস্বাভাবিক ফ্যাকাশে মুখে, সিদ্ধার্থর চোখে পড়ে না, তিতির দু'চোখ বড় হয়। বুঝি চোখের সাদা জমি ভিজে যাবে এখনি। তিতির ভিতরটা যন্ত্রণায়, ভয়ে, লজ্জায়,অন্যায়বোধে শুকনো কাঠের মত । কাঠ যখন একেবারে শুকনে া থাকে, তাতে তাড়াতাড়ি আগুন ধরে, রস বেরোয় না।
সিদ্ধার্থ মেয়ের এমন প্রশ্নে কিছুটা বিব্রত বোধ করে। কি উত্তর দেবে? মেয়ের ব্যাপারে উত্তমার নিজের সমস্ত রকম চিন্তা-ভ াবনা, সংশয়, ভীতি, অসহায়তা বোধ, আশ্রয়হীনতার অন্য অনুভব— কোনটাই অপ্রাসঙ্গিক নয়। সিদ্ধার্থকে শুধু সামল াতে হয়। তিতি যে স্বভাবে অন্য রকম, উত্তমা সেভাবে একবারও ভাবতে চায় না! কখনো মনে হলেও মেনে নেয় না।
তবু উত্তর একটা বানিয়ে নেয় সিদ্ধার্থ । 'এবার তো তোমার ভাবনা তোমাকেই ভাবতে হবে তিতুন। মা তো তোমার কাছে সব সময় থাকবে না।' গলায় হাসির শব্দ করে । হাসি যেন সান্ত্বনা, ভরসা দেওয়া , 'আর আমার কথা ছেড়ে দাও।'
তিতি মা-বাবার সব কথা বুঝতে পারে না। তবু বোঝার চেষ্টা করে। বাবাকে আর প্রশ্ন করে না। কাঁধের ছোট ব্যাগটা নিয়েই ঘরে ঢোকে । কেন যেন নিজের ঘর থেকেও ওর দৃষ্টি নগ্ন ম্যাডোনার ছবি ছুঁতে থাকে পর পর। 'ঠিক ডেকো ড্যাড। দেখো, মাম্মি ডাকলেই আমি উঠে পড়ব। একটু রেস্ট নি।'
সিদ্ধার্থ বেশি হেসে ওঠে, 'তুমি কিন্তু ঘুমের মধ্যে' মা ডাকলে কিছুতেই কথা শোন না।
'ওহ্, নো, ড্যাড, ইউ সি, মাম্মি উইল নট বি ডিস্টার্বড এ্যাট অল। আয়াম ওক্কে।' নিজের ঘরে ঢুকে যায়।
রাতে খুব স্বাভাবিক থেকেই তিতির মা-বাবার সঙ্গে খাওয়ার পর্ব শেষ করে। আগের কদিন একটু বেশি বকাবকির জন্যেই বোধ হয় উত্তমা আজ মেয়েকে বেশি আদর দেয়। অনেকটা গভীর সান্ত্বনার মত । এখন তিতি ওর ঘরের ভেজানো দরজ ায় আড়াল হয়েটি.ভি-র সামনে বিছানায় উপুড় হয়। এক বোধহীন অনুভুত অভিজ্ঞতার ভার হতে চায় ওর মধ্যে। কতক্ষণ যেন অন্যমনস্ক থাকে, ও বুঝতেই পারে না। মনস্ক হলে রিমোট ধরে তিতি টি.ভি.র একের পর এক চ্যানেল বদলাতে থাকে। প্রথমে অগোছালো অনির্দিষ্ট স্বভাবেচ্যানেল পালটানো, পরে আস্তে আস্তে একটা চ্যানেলে স্থির হয়ে যায় তিতি । এটা তো কোনদিন দেখেনি ও! ..... নায়িকা গভীর নির্জন রাতে একা বেডমে অস্থির। কিছুটা যেন চলাফেরায়, মুখ-চোখের ভাবে

বিপর্যস্ত। তিতি সাউন্ড অফ করে রাখে। .....নায়িকা একবার কাকে যেন ফোন করে। ও পাশ থেকে কোন রিপ্লাই নেই। বার কয়েক রিসিভার তোলে, ডায়াল করে, রেখে দেয়। ওদিকে ছেলেটা ফোনধরে চুপ। এবার ও প্রান্ত থেকে ফোন আসে । কি যেন বলে যায় মেয়েটি । একটানা কান্নায় ভেঙে পড়ে। কাঁদতে কাঁদতে মেয়েটা নিঝুম। হঠাৎ পর্দায় ভাসে ফ্ল্যাশে দুজনের পাস্ট একটা সিকোয়েন্স। ছেলেটার সঙ্গে অদ্ভুত এক লাভ মেকিং। তিতি এসব কোনদিন দেখেনি। অসাড় অবুঝ তিতি দৃষ্টি সরায় না। একভাবে তাকিয়ে থাকে । নির্নিমেষ ! ফ্ল্যাশের ছবি আড়াল হয়। মেয়েটার ঘর। ভয়ংকর ছটফট করে মেয়েটি। একবার ওপরে সিলিং-এ ঝোলানো স্থির পাখার দিকে তাকায়। পর মুহূর্তে ওর ওড়নাটা নাড়া চাড়া করে। চেয়ার ট ানে।কি যেন ভাবে । শেষে চলে আসে ঘরে টেব্‌লের সামনে । কি যেন পড়ে যায়। ড্রয়ার টেনে হাতের মুঠোয় কিছু নেয় । মুখে ঢালে হাতের ছোট শিশি থেকে কিছু। এ কি ! মেয়েটা নিচু খাটের নরম বিছানায় গা ঘেঁষে বসে পড়ে। বিছানায় ওপর উপুড় হয়ে মেয়েটা নিথর, নিস্পন্দ। অনেকক্ষণ..... ।

তিতি থরথর করে কাঁপতে থাকে। ছবিটা তিতি দংশন করার আগে উদ্যত বিষাক্ত সাপের মত স্থির লক্ষ করছিল। কেমন এক শীতের অস্থিরতা সারা শরীরে খেলা করে ওর। তিতি কবে যেন এরকম একটা দৃশ্য দেখেছিল ওর বয়সী একটা ছেলের ব্যাপারে। ড্যাড মাম্মিকে এরকম একটা ঘটনাই বলেছিল। তিতির মনে পড়ে যায়। ছেলেটা সিলিং - এর ফ্যানে.... । ভয়ে আঁতকে ওঠে তিতি । নিজের ওড়নাটা হাতে নেয়। টি.ভি. বন্ধ করে। একবার সিলিং-এর পাখাটার দিকে তাকায়। ধীর পায়ে বাবা-মার ঘরের সামনে আসে । ভেজানো দরজার ফাঁক দিয়ে দেখে মা-বাবার শান্তির ঘুম। ফিরে আসে নিজের ঘরে। পড়তে বসার চেয়ারটা সামনে আনে। টেব্‌লের ওপর চেয়ারটা বসালে কি নাগাল পাওয়া যাবে পাখার? পাখার দিকে দৃষ্টি নির্নিমেষ.....

তিতির বুক উত্তেজনায় ওঠে -নামে। দাঁতে দাঁত চেপে বসে।

নিজেকে সামলাতে পারছে না। ভয়ংকর এক জ্বালা সারা শরীরে । যেন সারা শরীর আগুনে জ্বলছে। কাকে তিতির এত ভয় ! এত ঘৃণা! অয়নকে, না নিজেকে। এই মুহূর্তে সেই যন্ত্রণাটা তীব্র হয়ে ওঠে— কোমর থেকে নিচের দিকে কোন ম াংসে এত ব্যথা, অনাস্বাদিত অস্বস্তি, গুমরানো জ্বালা! কাকে বলবে— এসব কেন? ড্যাডকে? মাম্মিকে? না, তা নয়।

বাবার ভাবনায় তিতির মধ্যে অদ্ভুত এক প্রতিক্রিয়া। এই বেশ কিছুদিন আগেই ড্যাড কি যেন বলেছিল! সেই সন্ধেয় নদীর ধার থেকে বাবার শক্ত মুঠোয় হাত রেখে ফেরার সময়.....

'তিতুন। বল তো একটা পুরো দিনে মোট কত ঘন্টা?

'চব্বিশ।'

'জানো, একটা দিনকে সমানভবে দুটো ভাগে ভাগ করা যায়— তার দু'টো ভাগের দু'রকম রঙ!'

'হ্যাঁ, দিনের আলো, রাতের অন্ধকার।'

'মনে রেখো তিতুন , দু'টো ভাগের কোনটাই আলাদা করে একমাত্র সত্য হতে পারে না।'

'আমি বুঝতে পারছি না ড্যাড ।'

'আলো আর অন্ধকার নিয়েই একটা পুরো দিন।'

'তাতে কি?'

'অন্ধকারের পর অপেক্ষা করতে হয়। আলোর পরেও ঠিক তেমনি। এই অপেক্ষাই তোমার, আমার, তোমার মাম্মির— সমস্ত মানুষেরই জীবন— বেঁচে থাকা! ইকোয়ালি অপেক্ষা করতে না শিখলে, তিতুন, ইউ উইল নট বি এব্‌ল টু নো ইওর ফুল ট্রুথ অফ লাইফ। এমন ওয়েটিং-এর অন্য, নাম, তিতুন টলারেন্স।'.....

হঠাৎ এক তীব্র উত্তেজনায় সমস্ত শরীর-মন জুড়ে বাবার কথাগুলো এখন রি-অ্যাক্ট করতে থাকে তিতির মধ্যে । ড্যাড যখন বলছিল সব বুঝতে পারেনি তিতি। এখন! সেই দুর্বোধ্য কথাগুলো কিসের জন্যে এত বুকের মধ্যে চাপ দিচ্ছে?..... এত সময় ধরে আকুল কান্নায় তিতি ডুবে যাচ্ছে অতলে।

তিতির ঘুম জড়ানো কান্নার ভ্রমরটা মণি-মুক্তা মোড়া রূপকথার ডিবের মধ্যে জলের তলায় রাজকন্যার নিঃসঙ্গ কুটীরে এখন নিশ্চিন্ত।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com